দৈনিক ইনকিলাব

27 MAR 2008

সরকারের অনুরোধে ফের পেছালো ঢাবি শিক্ষক সমিতির নির্বাচন

১২ এপ্রিল নতুন তারিখ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ সব প্রস্তুতি শেষ করার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচনের মাত্র ১৮ ঘন্টা আগে সরকারের 'অনুরোধে' আবারও নির্বাচন পেছানো হয়েছে। ঢাকার বিভাগীয় উপ-পুলিশ কমিশনার স্বাক্ষরিত এক পত্রে গতকাল (বুধবার) বিকালে অন্তত ১৫ দিনের জন্য নির্বাচন পেছানোর অনুরোধ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে সন্ধ্যায় সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির এক সভায় আগামী ১২ এপ্রিল নির্বাচনের নতুন তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। সন্ধ্যায় শিক্ষক সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির এক সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়। এদিকে মঙ্গলবার গভীর রাতে নির্বাচন কমিশনার প্রফেসর ভালেম চন্দ্র বর্মণের বাসায় গিয়ে যৌথ বাহিনীর কর্মকর্তাদের আকস্মিক জিজ্ঞাসাবাদের নিন্দা জানিয়েছেন শিক্ষকরা। তারা বলেছেন, এ ঘটনা '৭১-এর কাল [illegible] ঘটনাকে স্মরণ করিয়েছে। বিকাল সোয় ৪টায় নির্বাচন

পৃঃ ১১ঃ ক ২

ঢাবি শিক্ষক সমিতির নির্বাচন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পেছানো সংক্রান্ত চিঠি পায় শিক্ষক সমিতি। সরকারের চিঠি পাওয়ার পর তাৎক্ষণিকভাবে শিক্ষক সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির সভা ডাকা হয়। প্রায় দেড়ঘণ্টা বৈঠক শেষে সন্ধ্যা সোয়া ৭টায় এক প্রেস ব্রিফিংয়ে আগামী ১২ এপ্রিল নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয়া হয়। আজ (বৃহস্পতিবার) শিক্ষক সমিতি কার্যনির্বাহী কমিটির ৩৮তম নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। এ নিয়ে শিক্ষক সমিতির নির্বাচন চতুর্থ দফা পেছালো। শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর সদরুল আমিনের সভাপতিত্বে প্রেস ব্রিফিংয়ে সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর আনোয়ার হোসেন বলেন, শিক্ষক সমিতির নির্বাচন পরিচালনা কমিটি নির্বাচনের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা অধীর আগ্রহে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য অপেক্ষা করছেন। ঠিক সেসময় সরকারের পক্ষ থেকে নির্বাচন পেছানোর অনুরোধ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, নির্বাচনের মাত্র ১৮ ঘণ্টা আগে ঢাকার বিভাগীয় উপ-পুলিশ কমিশনার এক চিঠিতে এ অনুরোধ জানান। প্রফেসর আনোয়ার বলেন, গত ৯ জানুয়ারী নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সরকারের অনুমতি চেয়ে একটি চিঠি পাঠানো হয়। ২১ জানুয়ারী পুনরায় সরকারকে এ বিষয়ে তাগাদা দেয়া হয়। কিন্তু এতদিন সরকার শিক্ষক সমিতিকে এ ব্যাপারে কোন কিছু জানায়নি। সরকারের চিঠিতে অন্তত ১৫ দিনের জন্য নির্বাচন পিছাতে বলা হয়েছে। তাই কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় শিক্ষক নেতৃবৃন্দের মতামতের ভিত্তিতে আগামী ১২ এপ্রিল আমরা নির্বাচনের নতুন তারিখ নির্ধারণ করেছি।

প্রফেসর আনোয়ার অভিযোগ করে বলেন, গত মঙ্গলবার রাত দেড়টার দিকে যৌথ বাহিনীর ৪ সদস্য নির্বাচন পরিচালক প্রফেসর ভালেম চন্দ্র বর্মণের বাসায় গিয়ে তাকে হুমকি দেন। তারা প্রফেসর বর্মণকে নির্বাচন স্থগিত বা দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর পরামর্শ দেন। কিন্তু তিনি রাজি না হয়ে নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষক সমিতিকে বিষয়টি জানানোর জন্য অনুরোধ করেন। গভীর রাতে প্রফেসর বর্মণের বাসায় এক ধরনের ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এ ঘটনার জন্য শিক্ষক সমিতির সভায় নিন্দা প্রস্তাব আনা হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিকে বিষয়টির ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়। গত মঙ্গলবার রাতে নির্বাচন পরিচালক ও প্রফেসর আনোয়ার হোসেনকে ঢাকা বিভাগীয় পুলিশ কমিশনারের দফতর থেকে ফোন করে নির্বাচন স্থগিতের অনুরোধ করা হয়। তখন প্রফেসর আনোয়ার সরকারকে লিখিতভাবে বিষয়টি জানানোর জন্য বলেন। সে অনুযায়ী গতকাল বিকাল সোয়া ৪টায় শিক্ষক সমিতিতে চিঠি পৌঁছানো হয়।

শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর সদরুল আমিন বলেন, গত ৯ জানুয়ারী আমাদের পাঠানো চিঠিতে কোন সুনির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ ছিল না বলে পুলিশের চিঠিতে বলা হয়েছে। যেহেতু চিঠিতে ১৫ দিন পেছানোর কথা বলে হয়েছে, তাই ১২ এপ্রিল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এজন্য পুনরায় সরকারকে চিঠি দেয়া হবে। সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা আজ (বৃহস্পতিবার) সকালে অনুষ্ঠিত হবে বলেও জানান তিনি।

শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি প্রফেসর আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪ শতাধিক শিক্ষক নির্বাচনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। নির্বাচনের জন্য অনেকে বিদেশ যাওয়া পর্যন্ত স্থগিত করেছেন। শেষ মুহূর্তে সরকারের এ ধরনের অনুরোধ দুঃখজনক।

সাবেক সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর আখতারুজ্জামান বলেন, নির্বাচনের সব প্রস্তুতি শেষ হওয়ার পর মাত্র ১৮ ঘণ্টা আগে সরকারের এ ধরনের সিদ্ধান্ত শিক্ষকদের মাঝে ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চার করেছে।

প্রফেসর হারুন অর রশিদ বলেন, অতীতে কোন সরকার শিক্ষক সমিতির নির্বাচনের বাধা দেয়নি। এমনকি সামরিক সরকারের সময়েও যথারীতি নির্বাচন হয়েছে। আমরা সরকারের অনুরোধের প্রতি সম্মান দেখিয়ে নির্বাচন স্থগিত করেছি। সরকার জানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা কি এবং শিক্ষকরাও জানে বর্তমান সরকার কেমন।